নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মূল
শায়েখ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

অনুবাদ
জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন খান
প্রকাশনায়	কাশফুল প্রকাশনী ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.rokomari.com www.sijdah.com www.wafilife.com
প্রকাশকাল	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন মুদ্রণ ও বাঁধাই	মিডিয়া প্লাস ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড়, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ মোবাইল: ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১৩৫/- (একশত পয়ত্রিশ টাকা মাত্র)
ISBN	978-984-34-6485-9

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ...

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো দীনের অনুসারী বানিয়েছেন। আর সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি উম্মতের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ তা'আলা যে শরী'আত প্রদান করেছেন তাতে নর-নারী সকলের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে একজন নারী এতই সম্মানিতা যে, সে কারও মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা বা স্ত্রী হিসেবে তার জন্য সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি পুরোপুরি স্থিরকৃত।

ইসলামই নারীকে সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকারী করেছে এবং যথেচ্ছা শরী'আত অনুমোদিত খাতে ব্যয় করার সুযোগ দিয়েছে। তার স্বামী কিংবা অন্য কারও ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ওপর প্রদান করেনি।

ইসলামই নারীকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে। সে পিতা থেকে ওয়ারিস হয় কিন্তু পিতা কিংবা পিতার পরিবারের কারও দেখাশুনার ফরয দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেনি।

ইসলামই তাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্বামী গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছে। তার স্বামী থেকে মাহর গ্রহণের অধিকারী করেছে এবং সেটার পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিয়েছে।

ইসলামই একজন নারীকে অধিকার দিয়েছে পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়ার, যখন তা রক্ষা করা তার জন্য দূর্বিষহ হয়ে যাবে। সে জন্য তাকে দিয়েছে খোলা তালাক প্রদানের অধিকার।

ইসলামই নারীকে দিয়েছে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা ও আত্মসম্মানের সাথে জীবন-যাপনের অধিকার। তার দায়িত্ব বিয়ের আগে তার অভিভাবক, পিতা, ভাই, চাচা এদের ওপর অর্পণ করেছে। বিয়ের পরে তার দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীর ওপর। তার মর্যাদা বিনষ্ট হয় এমন কোনো স্থানে তাকে যাওয়া, আসা কিংবা অবস্থান করা থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের।

ইসলামই নারীকে আল্লাহর ইবাদাতের সকল প্রকারে শরীক করেছে। নারী ইবাদাত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। সে তার নাম লিখাতে পারে আছিয়া বিনতে মুযাহিম ও মারইয়াম বিনতে ইমরানের কাতারে।

ইসলাম নারীকে শিক্ষা গ্রহণ করে উম্মতের শিক্ষক পদে আসীন হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সে হতে পারে আয়েশা, উম্মে সালামাহ, উম্মে হাবীবাহ, হাফসাহ প্রমুখ নবী জননীদের মতো শিক্ষিকাদের কাতারে।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে দা'ঈ ইলাল্লাহ হওয়ার সুযোগ। ইসলামে সে নিজের নাম লিখাতে পারে উম্মে আতিয়্যাহ, মহিয়সী যুবাইদাহ, উম্মে কারীমাহ সহ আলেমা ও ফাযেলাদের কাতারে।

ইসলাম নারীকে কষ্টদায়ক যাবতীয় কাজ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কারণ, তাকে ঘরের বিরাট দায়িত্ব পালনের মতো কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছে।

ইসলাম নারীকে পরামর্শক হিসেবে নিতে অনুমতি দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

ইসলাম সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে পরিবারের কর্তাকে পরিবারের কর্ত্রী মায়ের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশনা দিয়েছে।

ইসলাম নারী মা হলে তার কাছে জান্নাত রয়েছে ঘোষণা দিয়েছে। আর নারী কন্যা হলে তার প্রতিপালনের মাধ্যমে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন।

ইসলামের নবী জীবনের শেষ ভাষণে নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এতকিছুর পরও নারীরা আজ পুরুষ সাজতে চায়। না, আল্লাহর শপথ, তাতে তাদের মুক্তি নেই। কিছু লোক তাদেরকে ভোগ করার জন্য, তাদের সম্মান বিনষ্ট করার জন্য, তাদের প্রতি প্রদত্ত ইসলামের সম্মানসমূহ ক্ষুন্ন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় **"নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম"** এ গ্রন্থখানি আমাদের ও আপনাদের কাছে ইসলাম নারীকে কী দিয়েছে আর কীভাবে দিয়েছে তা যথার্থভাবে তুলে ধরছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তার দীনের ওপর অটল রাখেন, আর আমাদের নারীদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী দীনের লেবাসে আবৃত জান্নাতী নারী বানিয়ে দেন। তাদেরকে ফিতনা সৃষ্টিকারী নারীদের কাতার থেকে মুক্ত করে দেন। ওয়াস সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অধ্যাপক ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া।
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা জন্য যিনি সকল সৃষ্টির রব। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি। আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং উম্মুল মুমিনীন-এর প্রতি।

ইসলামই একমাত্র নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাস্তব নীতিমালার মাধ্যমে নির্ভুল দিক-নির্দেশনা ও অসম্মান থেকে রক্ষা করেছে। ইসলামের সুশিতল ছায়ায় তাদের দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের যাবতীয় কল্যাণের নিশ্চয়তা রয়েছে।

ইসলাম তাদের পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে করেছে সম্মানিত। সব ধরনের ফিতনা-ফাসাদ অন্যায়-অনাচার থেকে নারীদেরকে করেছে হিফাযত। তাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য যুলুম-নির্যাতনের পথ করেছে বন্ধ।

আর এগুলো মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দয়া নারী জাতির প্রতি, যেকোনো নারী এই দীনের ছায়াতলে আসবে সে থাকবে নিরাপদ আর যে আল্লাহর বিধান অমান্য করবে সে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অপমানিত লাঞ্ছিত যা আমরা চারপাশে দেখতে পাই।

যারাই আল্লাহর দিনের বিপরীতে চলেছে আজ তাদের অবস্থান কোথায়? আজ কারো-ই একথা অজানা নেই যে, পাশ্চত্য চিন্তাদর্শন মুসলিম নারীদের প্রতি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে তাদের চিন্তার জগতে নানা প্রশ্নের জন্য দিচ্ছে। এ সুযোগে আমাদের কোমলমতি মা-বোনদেরকে তারা ঘর থেকে বের করে আনছে।

তাই আমাদেরও দায়িত্ব কিসে তাদের প্রকৃত সম্মান তা তাদের সামনে তুলে ধরা।
তারই ধারাবাহিকতায় লেখক তাঁর **"নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম"**

গ্রন্থখানি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেসব ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম নারীদেরকে রক্ষা করুন। এর মাধ্যমে মুসলিম নারীদের যদি কিছু কল্যাণ হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন ইসলাম প্রচারক ওয়েব সাইট www.islamhouse.com যেখানে বইটি স্থান পেয়েছে এবং সম্মানিত লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও বইটি প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সকলের প্রতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন এই প্রচেষ্টার সাথে সকলের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন।

মানুষ হিসেবে আমরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। তাই সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আবেদন, গ্রন্থটিতে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো-ইনশাআল্লাহ।

মোঃ আমজাদ হোসেন খান
প্রকাশক: কাশফুল প্রকাশনী

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ১১

বিশেষ মূলনীতি ॥ ১৬

নারী কে? ॥ ২৭

মানবজাতির প্রকৃত সম্মান কী? ॥ ৩২

ইসলামে নারীর সম্মান ॥ ৩৮

নারীদের অধিকার বিষয়ে কুরআনের দিক-নির্দেশনা ॥ ৪৩

- এক. নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ॥ ৪৩
- দুই. নারীদের জন্য ব্যয় করার বিধান ॥ ৪৫
- তিন. স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধ করা ফরয ॥ ৪৬
- চার. নারীদের জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠা ॥ ৪৭
- পাঁচ. নারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা ॥ ৪৭
- ছয়. নারী ও পুরুষের স্বকীয়তা বজায় রাখা বিষয় ॥ ৪৮
- সাত. ইবাদাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান বিনিময় ॥ ৪৯
- আট. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাধ মীমাংসা ॥ ৫০
- নয়. কন্যা সন্তানদের প্রতি বৈষম্য নিরসন বিষয়ে ॥ ৫১
- দশ. নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি বিষয় ॥ ৫২
- এগারো. স্বামী-স্ত্রীরমধ্যে মহব্বাত আল্লাহর একটি নিদর্শন ॥ ৫২
- বারো. তালাকের বিধান ॥ ৫৩
- তেরো. একাধিক বিবাহ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ॥ ৫৫
- **ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নারী** ॥ ৫৬
- এক. কন্যা সন্তান হিসেবে নারীর মর্যাদা ॥ ৫৬
- দুই. মা হিসেবে একজন নারীর মর্যাদা ॥ ৬১
- তিন: একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ॥ ৬৫
- চার. ফুফু, খালা, বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা ॥ ৬৮
- পাঁচ. অপরিচিত হিসেবে নারীর মর্যাদা ॥ ৭০

মুসলিম নারীদের বিষয়ে আত্ম-মর্যাদাবোধ ॥ ৭২

ইসলাম নারীদের মুক্তিদাতা ॥ ৭৬

ইসলাম নারীদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ॥ ৮২

- এক. পর্দা ॥ ৮২
- দুই. কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া ॥ ৮৩
- তিন. প্রয়োজনে কারও সাথে কথা বলতে হলে আওয়াজ পরিবর্তন করে কথা বলা, তাদের সাথে নরম ও কোমল ভাষায় কথা না বলা ॥ ৮৪
- চার. পরপুরুষের সাথে একান্ত মিলিত না হওয়া ॥ ৮৪
- পাঁচ. পর পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকা ॥ ৮৪
- ছয়. মাহরাম ছাড়া কোথাও সফর করতে না যাওয়া ॥ ৮৫
- সাত. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি লাগিয়ে বের না হওয়া ॥ ৮৫
- আট. তার দিকে কোনো পুরুষ লোক তাকালে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা ॥ ৮৬
- নয়. পর পুরুষ থেকে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখা ॥ ৮৬
- দশ. আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর নির্দেশাবলীর হিফাযত করা ॥ ৮৬

বিশেষ সতর্কতা ॥ ৯০

- এক. পর্দার বিরোধিতা করা ॥ ৯১
- দুই. নারীদের জন্য গাড়ী চালানোর অনুমতি দাবী ॥ ৯৩
- তিন. নারীদের ছবি তোলা ॥ ৯৩
- চার. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দাবী ॥ ৯৪

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের জন্য দীনকে করেছেন পরিপূর্ণ, আর আমাদের জন্য সম্পন্ন করেছেন তাঁর অসংখ্য ও অগণিত নি'আমত এবং এ উম্মত তথা মুসলিম জাতিকে বানিয়েছেন সমগ্র উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উম্মত। আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের থেকেই একজনকে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, আমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করেন। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহা মানবের ওপর, যাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্বাচন করা হয়েছে নেক আমলকারীদের জন্য আদর্শস্বরূপ। আরও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর যারা নবীগণের পর দুনিয়াতে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। আমীন!

অতঃপর....

একজন মুসলিমবান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার নি'আমত ও অনুগ্রহ এত বেশি যে, দুনিয়ার কোনো হিসাব-নিকাশ তা আয়ত্ত করতে পারবে না এবং হিসাব করে শেষও করা যাবে না। বিশেষ করে, আল্লাহ তা'আলা একজন মুসলিমকে এ মহান দীনের প্রতি যে হিদায়াত দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় নি'আমত দুনিয়াতে আর কিছুই হতে পারেনা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ দীনের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য এ দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং পছন্দ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর বান্দাদের থেকে এ দীন ছাড়া অন্য আর কিছুই কবূল করবেন না। কারণ, এ দীনের কোনো বিকল্প নেই, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য এ দীনকেই বাছাই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হলো ইসলাম।"[২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ ۔ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

১. সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩
২. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯
৩. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।"[৪]

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দীন এমন যা দ্বারা আল্লাহ সংশোধন করেছেন মানবজাতির নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বাস এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে করেছেন সুন্দর। যারা এ দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য করবে এবং দীনের নির্দেশকে যথাযথ পালন করবে, আল্লাহ তাদেরকে যাবতীয় ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে মুক্ত রাখবেন, তারা কখনই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হবে না এবং কোনো প্রকার গোমরাহী তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এ দীনকে বাদ দিয়ে যারা অন্য পথে গিয়েছে, তারা পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তারা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এ দীনের প্রতি হিদায়াত দিয়েছেন, তারাই দুনিয়াতে আলোর সন্ধান পেয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এ দীন হলো অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী দীন যার কোনো বিকল্প নেই; এ দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতীব সুদৃঢ় ও বস্তুনিষ্ঠ। এ দীনের দিকে পথ-নির্দেশ বা আহ্বান করা যেমন মহৎ, অনুরূপভাবে যারা এ দীনের ডাকে সাড়া দিবে তাদের পরিণতি ও ফলাফল সবই হবে মধুর ও সুখময়।

আরও মনে রাখতে হবে, এ দীনের প্রতিটি সংবাদ সঠিক ও নির্ভুল। বিধানসমূহ ইনসাফ-পূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ। এমন কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি যার সম্পর্কে কোনো সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে পারে যে, দীনের এ আদেশটি যথার্থ বা প্রযোজ্য নয়। আবার এমন কোনো নিষেধও করা হয়নি, যার সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে যে, এ কাজটি থেকে নিষেধ করা অযৌক্তিক বা এ নিষেধটি না করলে ভালো হত। দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো সত্যিকার জ্ঞানের

৪. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৭-৮

আবির্ভাব হয়নি যা দ্বারা এ দীনের কোনো বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং এমন কোনো বিধান আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি যার দ্বারা দীনের কোনো বিধানকে অযৌক্তিক প্রমাণ করা যেতে পারে। এ দীন এমন একটি দীন যা মানুষের স্বভাবের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এ দীন মানুষকে সঠিক পথ দেখায় ও হকের সন্ধান দেয় এবং সত্যের পতাকা তলে আশ্রয় দেয়। সততা হলো এ দীনের নিদর্শন, আর ইনসাফ হলো এ দীনের ভিত্তি, হক হলো এ দীনের খুঁটি, রহমত হলো এ দীনের আত্মা ও শেষ প্রান্তর এবং কল্যাণ হলো এ দীনের চিরসঙ্গী। সংশোধন ও সতর্ক করা এ দীনের সৌন্দর্য ও কর্ম, আর উত্তম চরিত্র হলো এ দীনের সম্বল ও উপার্জন।

যে ব্যক্তি এ দীনকে ছেড়ে দেয় এবং এ দীনের অনুকরণ থেকে বিরত থাকে, তার বিশ্বাস ও অবিচল তার বিলুপ্তি ঘটে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট থাকে না, উন্নত ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের অবনতি ঘটে। ভ্রান্ত ধারণাগুলো তার মধ্যে প্রগাঢ় হয়। দুশ্চিন্তা ও নানাবিধ ভ্রান্তি তার মধ্যে জাল বুনে। তার নীতি-নৈতিকতার পতন ঘটে এবং চারিত্রিক অবনতি দৃশ্যমান হয়।

বলাবাহুল্য, দুনিয়াতে একজন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা হলো এ মহান দীনের প্রতি হিদায়াত লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যাকে এ দীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও এ দীনের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলার তাওফীক দিয়েছেন, তার চেয়ে সৌভাগ্যবান ও সফল ব্যক্তি দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। সে দুনিয়া ও আখেরাতে একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

আর এ দীনের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য হলো, মুসলিম মহিলা ও নারীদের প্রতি যথাযথ সম্মানপ্রদর্শন। যারা এ দীনের অনুসারী তাদের দায়িত্ব হলো, নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রমের হিফাযত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং তাদের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা, আর তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য না করা। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যেন কোনো নারীর সাথে এমন কোনো কাজ না করে, যাতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার অবমাননা হয়। এ ধরনের যেকোনো কাজকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের

দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ যাতে তাদের ওপর কোনো প্রকার যুলুম-অত্যাচার করতে না পারে, তার প্রতি ইসলাম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যেসব কাজে বা কর্মে এ ধরনের অবকাশ থাকে, ইসলাম সে ধরনের কাজ-কর্ম থেকে মুসলিমদের দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতির জন্য এবং বিশেষ করে যারা নারীদের সাথে বসবাস ও ঘর-সংসার করে তাদের জন্য বিশেষ কিছু আইন-কানূন ও নীতিমালা এবং এমন কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অসদাচরণ করার সুযোগ থাকে না। তখন তারা অবশ্যই লাভ করবে আনন্দময় জীবন, যথার্থ অধিকার এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।

বিশেষ মূলনীতি

এ ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের জন্য কতক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অবশ্যই জানা থাকতে হবে, যাতে করে সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে ও তদানুযায়ী নিজেকে দুনিয়ার জীবনে পরিচালনা করতে পারে। আর একজন মুসলিমকে একথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব মূলনীতিসমূহের আলোকে জীবনকে পরিচালনা করার দ্বারা সে সত্যিকার অর্থে সম্মানের অধিকারী হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করবে।

নিম্নে এসব মূলনীতিসমূহকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

এক.

একজন মুসলিম বান্দাকে এ কথার ওপর অবিচল ও অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, দুনিয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেওয়া বিধানই সবচেয়ে সুন্দর, সঠিক, মজবুত, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বিধান, যার মধ্যে কোনো প্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই। আর আল্লাহর বিধান ছাড়া আর যত বিধানই দুনিয়াতে আবিষ্কার হয়েছে সবই ভ্রান্ত ও ভুলে পরিপূর্ণ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা হলেন সমগ্র মাখলুকের স্রষ্টা। আর স্রষ্টার বিধান সৃষ্টির জন্য নিখুঁত হবে এটাই স্বাভাবিক। স্রষ্টা অবশ্যই জানেন যে, কোন বিধান তাঁর সৃষ্টির জন্য উপযোগী হবে, আর কোন বিধান তাদের জন্য অকল্যাণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

"বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[৫]

---

৫. সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০